তোমার ভালোবাসা পাখির উড়াল হবে

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

জলছবি প্রকাশন

তোমার ভালোবাসা
পাখির উড়াল হবে

এইচ এ গোলন্দাজ তারা

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN :978-984-93261-2-9

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

মূল্য : ১৬০ টাকা

পরিবেশক
www.jalchhabibook.com

রকমারি
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Tomar Valobasa Pakhir Ural hobe by **H A Gulandaz Tara**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekusher Boimela, 2018.
Price Taka 180.00, US $ 6

উৎসর্গ

আমার ভালোবাসার আলোকিত মানুষ
অধ্যাপক ডাঃ এম এ আজিজ ভাই
বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ
মহাসচিব, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)

সূচিপত্র

তোমার ভালোবাসা পাখির উড়াল হবে	৯	৩৭	আমি যখন
কবিতার শব্দ খুঁজি	১০	৩৮	কোন কাব্য নয়
জীবনের গন্ধ খুঁজি	১১	৩৯	অবেলায় চলে গেলে
রংধনু সৌন্দর্যে পথ হারাই	১২	৪০	নিঃসঙ্গতা
জীবন এক বহমান নদী	১৩	৪১	বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই
ফিরে পেতে চাই	১৪	৪২	হারিয়ে যাই পুরানো দিনে
নিঃশব্দ জীবন	১৫	৪৩	একটি গোলাপ ফোটাতে চাই
এখানেও থাকে জীবন	১৬	৪৪	ভালোবাসার টানে
নিষিদ্ধ জীবনের ভাবনা	১৭	৪৫	একটি ডাক
পোড়াও, করো ছাই	১৮	৪৬	প্রেমচাঁদ
অপেক্ষার ওয়েটিং রুম	১৯	৪৭	স্বদেশানুরাগ
কোনো দুঃখ নেই	২০	৪৮	ভালোবাসার বদনাম ঘোচাতে
ভাবনায় তুমি	২১	৪৯	সোনালী পাখিটা উড়ে যাচ্ছে
প্রেমের রাণী লাবণ্য!	২২	৫০	এখনও খুঁজে বেড়াই
বৃক্ষহীন ধরণী	২৩	৫১	অহিংসা মন্ত্র ভুলে
কেমন করে লিখবো?	২৪	৫২	জলের যৌবনে আগুন জ্বলে
ভালোবাসার কারাবাসকালে	২৫	৫৩	বেদনার্ত স্রোতে
তখন যৌবন আমার	২৬	৫৪	বেলা-অবেলা
তোমার সামান্য স্পর্শে	২৭	৫৫	ওরাই জয় বাংলা
বড্ড জানতে ইচ্ছে করে	২৮	৫৬	রোমিও জুলিয়েট
নক্ষত্র রাত্রি নিবাসে	২৯	৫৭	মৃত্যুহীন প্রেম
শত-সহস্র বছর ধরে	৩০	৫৮	নষ্ট চাঁদের ভালোবাসা
রাক্ষসপুরীর করিডোর	৩১	৫৯	বাঙালীর মহাকবি
কবিতার চাষাবাদ থেমে গেছে	৩২	৬০	নগ্নপদে প্রভাতফেরিতে চাই যেতে
জোৎস্না দেখি	৩৩	৬১	স্বপ্ন ছিলো
চাঁদ রাত	৩৪	৬২	কারাবাস আমৃত্যু
ধূসর পাহাড়ের বুক	৩৫	৬৩	যামিনীর মধুর সংলাপ
নির্বিকার সকাল	৩৬	৬৪	কী কথা তাহাদের সাথে?

মুখবন্ধ

শব্দের সাগরে অবগাহন করে করে ক্লান্ত মানুষ যখন অতৃপ্তির রাজরোগে ভোগে, ঠিক তখনই নৈঃশব্দ এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। বিমূর্ত এই ভাব, ভাষা খুঁজে বেড়ায়। নৈঃশব্দের এই শৈল্পিক ক্ষুধা যার চৈতন্যে বার-বার দোলা দিয়ে উঠে, সঠিক ভাষা খুঁজে পায়, তিনি হয়ে উঠেন কবি। নির্মাণ হয় কবিতা। কবিতা—সেতো এক নৈঃশব্দ থেকে আরেক নৈঃশব্দের দিকে শব্দের রাজপুত্রের যাত্রা।

যাপিত জীবনের দগ্ধতা, অনাগত জীবনের মোহময় স্বপ্ন, কিংবা অজানা-অচেনা জীবনের রোমাঞ্চকর অদৃশ্য রূপ—এসব বিমূর্ত ভাবনাগুলোই তো মূর্ত হয়ে ওঠে কবিতার শরীরে। কবি, কবিতার শরীর নির্মাণের একনিষ্ঠ সাধক, শিল্পী ও প্রেমিক ব্যতিত অন্য কিছু নয়।

তবে জীবনকে, যাপনকে বাদ দিয়ে যারা উদযাপনকে কবিতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, সেই দলে আমার অনুপস্থিতি; আমার ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রবৃত্তি।

কবিতাকে ভালোবাসতে পারাটা আমার আগত-অনাগত সম্পূর্ণ জীবনের সকল যোগ্যতার চেয়ে ঊর্ধ্বে থাকবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। এই বিশ্বাসেই আমি কবিতার হাত ধরে হাঁটি, চলি, ঘুরি-ফিরি, কবিতা যাপন করি। কিন্তু নিজকে কবি মনে করার দুঃসাহস এখনও আমার নেই।

এই কবিতা যাপন করতে গিয়ে যিনি প্রতিনিয়ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন, তিনি আমার সহধর্মিনী শবনম মুশতারী ক্যামেলিয়া, তার কাছে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

আমার কবিতা লেখার পিছনে অনিঃশেষ উৎসের মতো যারা প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রজ কবি ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শংকর দাশ ও বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হরিশংকর দাশ।

এই কাব্যগ্রন্থটি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আমি কবি জাফর সাদেক-এর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

এইচ এ গোলন্দাজ তারা
৮৪/১, ব্রাহ্মপল্লী, ময়মনসিংহ।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৫৫৬৩৭
ইমেইল : dr.taragulandaz@gmail.com

তোমার ভালোবাসা পাখির উড়াল হবে

তুমি পাশে ছিলে না বলে
এই খুশির দিনেও আমার সাজানো বাগানে
নেমে আসে কবরের নিস্তব্ধতা,
ফুলের সৌরভ ঢেকে যায় লোবানের গন্ধে।

আমি পালিয়ে বাঁচতে ছুটে যাই জয়নুল উদ্যানে
তোমার চোখের নদীতে বৈঠা মেরে চলে যাই ব্রহ্মপুত্রের ওপারে,
সবুজ ঘাসের গালিচায় মাথা রেখে
তোমায় খুঁজি নীল আকাশে
গোধূলি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়
বাতাসেরা বিলি কাটে এলোমেলো চুলে।

তোমার ভালোবাসা পাখির উড়াল হয়ে ছুঁয়ে দেয়
বিকেলের রক্তিম আভা,
গোলাপী ঠোঁটের চুম্বনের মতো
জড়িয়ে যায় আমার ক্লান্ত দেহে,
আমি অসাড় হয়ে পরে থাকি
আর তোমায় নিয়ে মাধবিলতার
মালা গাঁথি।

কবিতার শব্দ খুঁজি

ঘড়ির কাঁটা রাত তিনটায় ছুঁই-ছুঁই
একটা কবিতা লিখবো ভাবছি
কিন্তু মনের চারপাশে কোন শব্দ
নেই; সব হাওয়া হয়ে গেছে!
নাকি শব্দরা সব হাওয়া বদলাতে গেছে
বান্দরবান সেন্টমার্টিনে!
শীতের পাখির মতো হাওয়া বদলাতে যায় বন্ধুরা,
প্লেনে চড়ে উড়ে যায় কাশ্মীরে
ভূস্বর্গ লীলাভূমির সৌন্দর্যের বাজারে স্বর্গসুখ কিনতে,
অথবা মিশরের তপ্ত মরুবুকে
উটের পিঠে চড়ে
বেদুঈন সুখ পেতে।
আমি সুখের সন্ধানে কবিতার শব্দের খোঁজে
পালতোলা নৌকায় ভেসে যাই
কৈশোরে
জন্মভূমি জন্মেজয়ে,
সুপারি বাগান পেরিয়ে পুকুরের পাড় ধরে
হেঁটে হেঁটে চড়ে বসি জাম গাছের ডালে,
কুচকুচে কালো জাম মুখে পোড়ে
কবিতার রসে সিক্ত হয়ে বাড়ি ফিরি,
মায়ের বকুনি খাই,
আবার তার কোলেই মাথা রেখে শান্তিতে ঘুমাই।

জীবনের গন্ধ খুঁজি

কবিতা লিখতে ভালোবাসি বলেই
নিঃশব্দ আঁধার
রাত্রির নিস্তব্ধতা খুঁজি
কাব্যের উপমার খোঁজে এপথে-ওপথে ঘুরি।
রাস্তার দুপাশের অট্টালিকাগুলোকে কাঁদতে দেখি
চোখের জলে ভিজে ভিজে ক্লান্তিকর পথ চলি,
রিকশাওয়ালার রাস্তার মোড় দখল
বিড়ি টানার আয়েশি ভাব দেখি রাগ না করে মুচকি হাসি
কারণ ওদের শরীরের ঘ্রাণ যে আমি বড্ড বেশী ভালোবাসি।
দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে মার্বেল খেলে রাজপথে
অটোরিকশার চালকের আসনে
সেটা আমি দেখেও দেখি না,
আমি তার মাকে দেখি রান্নাঘরে
জ্বলন্ত চুলা দেখি–ভাতের গন্ধ পাই
বাবার বারমাসি কাশির শব্দ শুনে
মাটির দিকে চেয়ে হাঁটি, চলে যাই।
হকারের দখলে ফুটপাতে হাঁটতে পারি না সোজাসুজি
তারপরও ওদের চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে
সঙ্গীতের ছন্দ খুঁজি– জীবনের গন্ধ খুঁজি।

রংধনু সৌন্দর্যে পথ হারাই

তোমার চোখে মুখে
গালে ঠোঁটে
এমনকি ভ্রুকুটিতে মোনালিসা খেলা করে,
তোমার রংধনু সৌন্দর্যে
পথ হারাই
গহীন বনের মতো নিজ গৃহে
চিরচেনা রাস্তাঘাটে বাজারে।
তুমি নির্জন রাস্তার মতো চলেছো ভ্রুক্ষেপহীন
রেললাইনের সমান্তরাল,
আর আমি হেমলকের বিষে আচ্ছন্ন
হয়ে গেলাম বিষাক্ত নীল।
তারপরও টিকটিকির মতো স্থির চেয়ে থাকি
জানালার ফাঁকে
মাকড়সা পোকার মতো ছাঁয়া দেখবো তোমার
হয়তো কোন ঘুমহীন রাতে।